

বজ্রপাতে করণীয়



এপ্রিল-জুন মাসে
বজ্রপাত বেশি হয়।
এ সময় বজ্রপাত
থেকে নিরাপদ থাকার
জন্য সতর্কতা
অবলম্বন করুন।



যত দ্রুত সম্ভব
দালান বা কংক্রিটের
ছাউনির নিচে আশ্রয়
নিন।



আকাশে ঘন কালো
মেঘ দেখা দিলে জরুরি
প্রয়োজনে রাবারের
জুতা পরে বাইরে বের
হতে পারেন।



উঁচু গাছপালা,
বৈদ্যুতিক খুঁটি, তার,
ধাতব খুঁটি,
মোবাইল টাওয়ার
ইত্যাদি থেকে দূরে
থাকুন।



বজ্রপাতের সময়
খোলা জায়গা, খোলা
মাঠ অথবা উঁচু স্থান
বা জলাশয়ে বা
জলাশয়ের অতি
নিকটে থাকবেন না



বজ্রপাতের সময় গাড়ীর
ভেতর অবস্থান করলে,
গাড়ীর ধাতব অংশের
সাথে শরীরের সংযোগ
ঘটাবেন না। সম্ভব হলে
গাড়ীটিকে নিয়ে কোন
কংক্রিটের ছাউনির
নিচে আশ্রয় নিন।

How to Survive a Lightning Strike

Crouch down low like a
baseball catcher. Get as low
as you can. The nearer you are
to the ground, the less likely you
are to be struck by lightning.
But never lay down

If your hair begins to stand on end or your
skin starts to tingle, a lightning strike is
imminent. Immediately get into the
crouching position. Lightning may strike
without this warning, however.

Don't touch
any possible
conductors



place hands over ears
to minimize hearing loss
from the loud clap of
thunder that will boom
very close to you

The only thing touching the ground
should be the balls of your feet.
Lightning can hit the ground first, and
then enter your body. The more you
minimize your contact with the
ground, the less chance of electricity
entering your body.

Touch the heels of your foot together. If electricity from
a ground strike enters through your feet, this increases
the chances of the electricity going in one foot and out
the other, rather than into the rest of your body.



বজ্রপাতের সময় বাড়ীতে থাকলে জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় থাকবেন না। ঘরের ভিতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যেমন কম্পিউটার, পানির টেপ, থালা-বাসন ধোয়া, পানির ঝর্ণা ইত্যাদি ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।



বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল/টেপ, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না।



বজ্রপাতের সময় জরুরী প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করুন।



প্রতিটি ভবনে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন।



বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখুন এবং নিজেরাও বিরত থাকুন।



খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে দূরে অবস্থান করুন।



বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকায় ছাউনির নিচে অবস্থান করুন।



কোন বাড়ীতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে অবস্থান করুন।



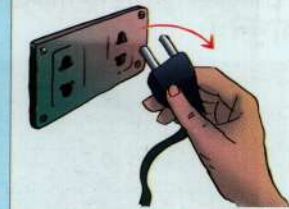
বজ্রপাতে আহতদের বৈদ্যুতিক শকের চিকিৎসার মত করেই চিকিৎসা করতে হবে। অর্থাৎ সিপিআর দিতে হবে।



ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকতে হবে। বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে।



খোলা জায়গায় কোন বড় গাছের নিচে আশ্রয় নেওয়া যাবে না। গাছ থেকে অন্তত ৪ মিটার দূরে থাকতে হবে।



বজ্রপাতের দুর্ঘটনা এড়াতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্রাগণ্ডলো লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে।

● বজ্রপাত দুর্ঘটনা হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

● জাতীয় বিল্ডিং কোডে বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।